দৈনিক সংবাদ

157

তারিখ 28 MAY 1987

পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ৬ ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী বেতন স্কেল

গত ১৯৮০ সাল থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় বেতন স্কেল প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সুদীর্ঘ ৭ বছর পরেও উক্ত বেতন স্কেলের মধ্যে বিরাজমান জটিলতা, অনিয়ম, বৈষম্যসমূহ দূরীকরণের কোন ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এতে শ' শ' শিক্ষকই শুধু আর্থিক ক্ষতি নয় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীরও আত্মিক ক্ষতিরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন আট বছর চাকরি পূর্ণ হওয়া সত্বেও আট বছরের বেতন স্কেল পাওয়া যাচ্ছে না; তেমনি বার ও পনের বছরের বেতন স্কেলের তো কোন কথাই নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯৮৬'র আগষ্ট মাসে যাদের চাকরির মেয়াদ আট বছর পূর্ণ হয়েছে তাদের কেন আট বছরের স্কেল দেয়া হলো না এর কারণ অনুষ্ঠান করতে গেলে জবাবে মহাপরিচালক উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তর-এর অফিস জানান যে, আর্থিক বছরের জুন মাসের মধ্যে যাদের আট বছর পূর্ণ হয়েছে কেবলমাত্র তারাই উচ্চতর বেতন স্কেল পাবার যোগ্যতা অর্জন করে। কিন্তু ৩০শে জুনের পর আট বছর পূর্ণ হলেও তাদের উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান করা হবে না। এতে পূর্বোক্ত অনেকেই ১৯৮৬ সালের আগষ্ট হতে জুন এই এগার মাস উচ্চতর বেতন স্কেল হতে বঞ্চিত হলো।

এছাড়া আট, বার ও পনের বছর চাকরির মেয়াদ পূর্তিতে যথাক্রমে টাকা ২৮০০, ৩৭৫০ ও ৪২০০-এর স্কেল প্রদানের কথা রয়েছে। বর্তমান ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যাদের চাকরির মেয়াদ আট বছর পূর্ণ হয়েছে তাদের ২৪০০ টাকা স্কেলের পরিবর্তে ২৮০০০ টাকা স্কেলে প্রদান করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা একটি প্রশংসিত উদ্যোগ হয়েও অপূর্ণ রয়ে গেছে। কারণ, পরবর্তীতে আমাদের যাদের আট বছর পূর্ণ হয়েছে তাদের এই স্কেল প্রদান করা হয়নি।

আরও বলা যায় যে, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকরিরত অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতনের কোন প্রকার স্কেল আজও প্রদান করা হয়নি।

এ ধরনের অমানবিক-অযৌক্তিক একটি আইন স্বাধীন দেশে সর্বোপরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকতে পারে এর চেয়ে বিস্ময়কর বা অভাবিত আর কি হতে পারে?

অতএব বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকার প্রদত্ত বেতন স্কেলের উল্লেখিত অনিয়ম-জটিলতা দূর করে যথাশীঘ্র সকলের কল্যাণার্থে জাতীয় বেতন স্কেলের পুরোপুরি বাস্তবায়নের জন্য জোর দাবী জানাচ্ছি।

কাজী আবদুল মোনায়েম,
প্রভাষক বাংলা বিভাগ,
গৌরীপুর কলেজ,
ময়মনসিংহ।